৮০

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 FEB 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

অভিমত

কোনটা জরুরি ছিল— শিক্ষাদান নিশ্চিতকরণ, না প্রশ্নপত্র অভিন্নকরণ?

এ, এন রাশেদা

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী এ বছর সকল বোর্ড অভিন্ন প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবে। উদ্দেশ্য, হয়ত সকল শিক্ষার্থীকে সমমানে উন্নীতকরণ। এ কথা শুনে যে কেউ মনে করতে পারেন—চমৎকার উদ্দেশ্য, একেবারে সাম্যবাদ। সমাজতন্ত্রও হার মানবে এর কাছে। তবে এর পূর্বে আর একটি কাজ মনে হয় জরুরি ছিল, তা হলো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ। আজকাল এ প্রথাটি প্রায় ৯৮% শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠেই গেছে। স্কুল পর্যায়ে প্রায় প্রতিষ্ঠানই বাসায় পড়া দিয়ে দেয় শিক্ষার্থীদের। বিত্তবানরা গৃহশিক্ষক রেখে ভালভাবে শিশুদের তা মুখস্থ করিয়ে দেন। তবে ব্যতিক্রমও আছে। আর কলেজে শিক্ষার্থীরা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের দেখা পাওয়া তার জেনে গৃহেই অবতীর্ণ হয়। শিক্ষকদের পক্ষে যুক্তি এ ক্ষেত্রেও আছে। নামজাদা সরকারি কলেজের শিক্ষকদের কথা হল, ছাত্ররা ক্লাসে আসে না। দেড়শ' জনের মধ্যে ক্লাসে আসে ২০–২৫ জন। তাই পড়িয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না। তাছাড়াও প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন নানা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। মফস্বল শহরের সরকারি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ঐ একই কারণে বন্ধ থাকার কারণ ছাড়াও ভিন্ন সমস্যাও আছে। শিক্ষক নেই বা খুবই অপ্রতুল। কোথাও একজন ডেমোনেস্ট্রেটর ৩ জনের কাজ করেন। কোথাও একজন প্রভাষক বা সহকারী অধ্যাপক ঐ তিনজনেরই কাজ করেন। যিনি প্রভাষক, তিনি সহকারী অধ্যাপক, তিনি ডেমোনেস্ট্রেটর। তাছাড়াও আছে নানা সমস্যা। মস্তানির সমস্যা, টেন্ডার সমস্যা ইত্যাদি।

কাজেই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া হয় না, গুটিকয়েক ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান ছাড়া—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা নেই, প্রতিদিনই এমন ফিচার পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। এর মাঝেই শোনা গেল শিক্ষা সচিবের রণহুংকার—সব বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্র তৈরি হবে। কেউ কেউ ভেবে বসেছিলেন এই বুঝি দেশে অভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু হতে যাচ্ছে। দেশে চার বোর্ডে তো একই সিলেবাস আছে। শুধু প্রশ্নপত্র চার বোর্ডের ভিন্ন হতো। দেশের সকল শিক্ষার্থীর কৃতকার্যতার অভিন্নতা আনার জন্যে এ পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। কিন্তু বাদ সাধছে নানা ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা। মাদ্রাসার দাখিল পাসকে যে এসএসসি'র সমপর্যায়ে ফেলা হয়, যার জন্য তারা পরে যেকোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পায় এবং আলিম পাস এইচ, এস, সি পর্যায়ের। প্রশ্ন হলো এই দাখিল ও আলিম পরীক্ষাও এইসব সাধারণ বোর্ডের সাথে 'অভিন্ন ধারায়' হবে কি? প্রশ্ন আরও আছে, 'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল এদের বেলায় কি হবে? বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের কষ্ট লাঘবের জন্য ভর্তি পরীক্ষা ব্যতিরেকে ভর্তি করানোর ব্যাপারে শিক্ষা সচিব মুখ নিঃসৃত যে বাণী প্রচারিত হয়েছিল তা বাস্তবায়নের জন্যে সব বোর্ডের অভিন্ন প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের যে পরিকল্পনা তিনি করেছেন যাতে ঐ 'বাণী' কার্যকরী করা যায়, তা মাদ্রাসার বেলায় এবং ইংরেজি মাধ্যমের বেলায় কার্যকর হবে না কেন? তাই প্রশ্ন, অভিন্ন ধারার যদি প্রশ্নপত্র তৈরি করা হয় তাহলে স্বভাবতই অভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা নয় কেন? কেন ধনীর সন্তানের জন্য ইংরেজি মাধ্যম, মধ্যবিত্তের জন্য বাংলা আর দরিদ্রজনদের জন্য মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণাপ্রসূত এই মাদ্রাসা ব্যবস্থা।

কাজেই কোন এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তকে কার্যকর করার জন্য সমগ্র দেশের শিক্ষার্থীদের জিম্মি করার অধিকার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্তাব্যক্তিদের তো থাকতেও পারেনা।

প্রশ্নপত্র তৈরি তো বড় কথা নয়, বড় কথা শিক্ষাদান নিশ্চিত করা। সরকারি বহু কলেজেই শিক্ষকশূন্যতা বিরাজ করছে, বিজ্ঞানাগারের ডেমোনেস্ট্রেটর পর্যন্ত নেই; অথচ গত বছর প্রাকটিক্যাল পরীক্ষা নিয়েও হাসিতামাশা করতে দ্বিধা করেনি মন্ত্রণালয়। কাজেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে এদেশের বিবেকবান মানুষ দাবি তুলতে পারেন অভিন্ন ধারার প্রশ্নপত্রের চাইতে বেশি জরুরি অভিন্ন ধারার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা। দয়া করে ঐ কাজটিই আগে করুন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় বলবে শিক্ষক দেয়া যাবে না, অর্থ নেই। মস্তানিও বন্ধ করা যাবে না, তাই বলে কি রাধাও নাচবে না? কাজেই শিক্ষাব্যবস্থার মঙ্গলের জন্য এসব নির্দেশ নয়—বলা যেতে পারে ঐ 'রাধার' নাচার জন্যেই।

যেমন করে ৫০০ প্রশ্নব্যাংকের প্রচলন শুভ ফল বয়ে আনেনি, তেমনি করে প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাকে নিশ্চিত করার কোন পদক্ষেপ না নিয়ে প্রশ্নপত্র অভিন্নকরণও কোন ইতিবাচক দিক বয়ে আনবে না।